CAMBRIDGE
International Education

Cambridge O Level

BENGALI **3204/02**

Paper 2 Language Usage and Comprehension **May/June 2026**

INSERT **1 hour 30 minutes**

8618197111-I

INFORMATION

- This insert contains the reading passages.
- You may annotate this insert and use the blank spaces for planning. **Do not write your answers** on the insert.

This document has **4** pages. Any blank pages are indicated.

NL 357223/3
© Cambridge University Press & Assessment 2026

https://xtremepape.rs/

বিভাগ : খ

এই নিবন্ধটি পড়ে প্রশ্নপত্রের **26** থেকে **32** নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

ডিজিটাল দুনিয়া

বুদ্ধি দিয়ে মানুষ কী করতে পারে তার একটা বড়ো প্রমাণ হলো প্রযুক্তির আবিষ্কার ও ব্যবহার। মানবসভ্যতাকে পেছনে ঠেলে না দিয়ে বরং এগিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্য ছিলো প্রযুক্তির। অনেকের ধারণা, হাতে স্মার্টফোন আর ব্যাগে ল্যাপটপ থাকার জন্য মানুষের জীবন অনেক সহজ হয়েছে। কিন্তু তার পরিবর্তে মানুষকে একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে এই প্রযুক্তি। ক্রমাগত বড়ো পরিবার থেকে ছোটো পরিসরেও প্রযুক্তি ঢুকে পারিবারিক বন্ধন ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে।

বর্তমান সময়ে পুরো পৃথিবীর মানুষ ভেঙে পড়েছে চ্যাট-জিপিটি নামের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন একটি চ্যাটবটের ওপর। কেন মানুষ একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এই প্রযুক্তির দিকে? খুব ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করলে দেখা যাবে এর মূলে কাজ করছে মানুষের বুদ্ধিমত্তা। এর কারণেই তারা প্রকৃতির অন্যান্য প্রাণীদের থেকে আলাদা। মানুষের এই বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাশক্তিকে প্রযুক্তি নির্ভর করে তৈরি হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কম্পিউটারের সাহায্যে মানুষের দৈনন্দিন কঠিন কাজকে সহজ করে দিচ্ছে।

এই ডিজিটাল প্রযুক্তিই মানুষকে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারে। কোনও মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে। বর্তমানে অনলাইনে গিয়ে কোনো বিষয়ে তথ্য খোঁজার পরিবর্তে কম্পিউটার চালিত রোবটকে কিছু জিজ্ঞেস করলেই সে সুন্দর করে উত্তরটা দিতে পারে। একজন নিঃসঙ্গ মানুষ যদি একটি মেশিনের সাথে কথা বলে, তার মনে হবে আরেকটি মানুষের সাথে সে কথা বলছে। এভাবে যন্ত্রচালিত রোবট মানুষের বন্ধুর স্থান দখল করে নিচ্ছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দৌলতে কম্পিউটার এখন হয়ে উঠেছে একটি যান্ত্রিক কার্যালয়ে। সে এখন কবিতা লিখতে, রচনা লিখতে, ছাত্রদের পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর খুঁজে দিতে এবং স্কুলের শিক্ষককে বোকা বানাতে পারছে। চাকরির জন্য বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে চাকরিদাতাকে মুগ্ধ করতে পারছে। পাসওয়ার্ড চুরির জন্য ফিশিং ইমেইলও পাঠাচ্ছে।

প্রযুক্তির সান্নিধ্যে এসে অনেকে সামাজিক মাধ্যমে আসক্ত হয়ে পড়েছে। সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে 70 শতাংশেরও বেশি মানুষ দিনে প্রতি ছয় মিনিট অন্তর মোবাইল চেক করে থাকে। মাত্রাতিরিক্ত সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারের এই প্রবণতাকে অনেক মনোবিজ্ঞানীরা আচরণগত আসক্তি সমস্যার পর্যায়েই ফেলেছেন। সামাজিক মাধ্যমে লাইকস এবং ডিসলাইকসের চক্করে, নিজেদের সর্বনাশ ডেকে এনেছেন অনেকেই। তাছাড়া মতপ্রকাশের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের সাথে জড়িত ঝগড়াঝাঁটি, পাল্টা মন্তব্য ও কদর্য আক্রমণে ব্যবহারকারীদের মানসিক স্বাস্থ্যেরও অবনতি ঘটে।

মানুষের এই প্রযুক্তি নির্ভরশীলতা কিন্তু তাৎক্ষণিক ঘটেনি। যখন থেকে মানুষ আধুনিক ক্যালকুলেটর ব্যবহার শুরু করলো তখন থেকেই তার চিন্তাশক্তির দায়িত্ব অনেকটাই মেশিনকে দিয়ে দিলো। বর্তমান পৃথিবীর জনগণকে সঠিকভাবে সেবা দিতে, তাদের জীবনের মান উন্নত করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকল্প নেই। আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম তাদের জন্মের পর থেকেই এর ভেতর দিয়ে বেড়ে উঠবে। তারা ভিন্ন ধরনের জীবনযাপন করবে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক গবেষণা ও উদ্ভাবনে বাংলাদেশ খুবই সম্ভবনাময়। দেশটি বর্তমানে ডিজিটাল হওয়ার পাশাপাশি স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরিত হওয়ার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হচ্ছে। স্মার্ট বাংলাদেশে এটার বাস্তবায়ন মানুষের জীবনকে সহজ করবে। এমনকি দুর্নীতির বিষয়গুলোর সমাধান মেশিন ইন্টেলিজেন্স-এর দৌলতে সহজ হয়ে আসবে। সারা বিশ্ব যখন প্রযুক্তিনির্ভর হচ্ছে তখন আমরাও বিচ্ছিন্নভাবে বসে থাকতে পারবো না।

© Cambridge University Press & Assessment 2026

https://xtremepape.rs/

বিভাগ : গ

এই নিবন্ধটি পড়ে প্রশ্নপত্রের **33** থেকে **43** নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

স্বপ্ন ছোঁয়ার গল্প

গত দশকের কথা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন নাহিদ কামাল লাবনি। ক্লাসের ফলাফলেও সবসময় থাকেন ওপরের দিকে। ফলে ক্লাসের সর্বোচ্চ প্রথম শ্রেণী পেয়ে স্নাতক ডিগ্রি সম্পন্ন করেন তিনি। এর আগে রাজধানীর হলিক্রস স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে 2010 সালে মাধ্যমিক ও 2012 সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করেন। দুটোতেই সব বিষয়ে পেয়েছিলেন জিপিএ 5। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষে লাবনি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি করেছেন।

লাবনি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার পাশাপাশি একটি প্রথম সারির দৈনিক পত্রিকায় কলামিস্ট হিসেবেও লিখতেন। স্নাতকোত্তর পড়াশুনা চলাকালীন সেখানে গবেষণা সহকারী হিসেবেও কাজ করেছেন। একই সাথে বিভিন্ন বিতর্ক অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে ইয়ুথ ক্লাব অব বাংলাদেশের সদস্য হিসেবে চ্যারিটি সংস্থাগুলোর সাথেও তিনি যুক্ত ছিলেন।

তবে এই মেধাবী লাবনির স্বপ্ন ছিলো তিনি সরকারি কর্মকর্তা হবেন। সাধারণত যারা সব কাজে পারদর্শী, তাদেরই পছন্দের প্রথমে থাকে সিভিল সার্ভিস। লাবনির ক্ষেত্রেও তেমনটাই ছিলো। 2021 সালে 41 তম বিসিএসের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর তিনি তাতে আবেদন করেন। তবে এজন্য বেশ পরিশ্রম করতে হয়েছে তাকে। প্রিলিমিনারিতে উত্তীর্ণ হওয়ার পর লিখিত পরীক্ষার আগে নাওয়াখাওয়া বাদ দিয়ে দিনরাত পড়াশুনা করেছেন। প্রতিটি বিষয় নোট করে তা যত্নের সাথে আয়ত্ত্ব করেছেন। এরপর ধাপে ধাপে প্রায় চার বছরের দীর্ঘ এক প্রক্রিয়া শেষে তিনি চূড়ান্তভাবে পুলিশ ক্যাডারে দ্বিতীয় হন। তখনই পুলিশ সুপার পদের জন্য সরকারি কর্মকমিশন লাবনিকে সুপারিশ করেছেন।

লাবনির বাবা মোহিত কামাল ছিলেন বিচার বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। এর আগে জেলা জজ হিসেবেও দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। মা নওশিন কামাল ছিলেন একজন সমাজসেবিকা। ভাই মাহবুব কামাল একজন উর্দ্ধতন সেনা-কর্মকর্তা। পরিবারের সবাই ঢাকা শহরে তাঁদের পৈত্রিক বাড়িতে বসবাস করতেন। লাবনির এই সাফল্যে বাবামায়ের পরিপূর্ণ সমর্থন ছিলো বলে তিনি বাবামায়ের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। বাবা বিচার বিভাগের কর্মকর্তা হওয়ায় পরিবারে ভিন্ন এক পরিবেশ ছিলো, সেটিই সিভিল সার্ভিসের প্রতি উৎসাহী করেছে লাবনিকে।

লাবনির বিসিএসের ফল জানার পর এলাকার লোকজন খুব খুশি। তারা মহাসমারোহে লাবনিকে সংবর্ধনা ও সম্মাননা জানিয়েছে। এছাড়া আত্মীয়, সহপাঠী-সহকর্মীসহ সকলেই তাকে শুভেচ্ছা জানান। বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর লাবনিকে সামাজিক মাধ্যমে অনলাইন বন্ধুরা লাইক ও কমেন্টের মাধ্যমে অভিনন্দন জানান। পরিচিতজনদের মধ্য থেকে একজন সেখানে লিখেছেন, "আপনার লেখাপড়ার ধরন দেখেই মনে হয়েছিলো আপনি বিসিএসের ফলাফলে একজন সফল ক্যাডার হবেন।"

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পাঠ্যক্রমের অন্যতম একটি দিক হলো মানুষের ওপর আঘাত বা বিপদ আসতে পারে এমন যেকোনো জটিল পরিস্থিতি মোকাবেলা করা। দেশের প্রেক্ষাপটে এধরনের পরিস্থিতিতে পুলিশকেই প্রথম দায়িত্বশীল ও সাড়াদানকারী হিসেবে দেখা যায়। তারা দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের উদ্ধার করে নিরাপদ আশ্রয়ে নেয়। তাদের সুরক্ষা ও পুনর্বাসনে সহায়তা করে থাকে। তাই লাবনি যে একজন পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালনে নিজেকে উৎসর্গ করবেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নিজের লক্ষ্যে অটুট ছিলেন বলেই তাঁর স্বপ্নকে ছুঁয়েছেন তিনি।

© Cambridge University Press & Assessment 2026

https://xtremepape.rs/

BLANK PAGE

Permission to reproduce items where third-party owned material protected by copyright is included has been sought and cleared where possible. Every reasonable effort has been made by the publisher (Cambridge University Press & Assessment) to trace copyright holders, but if any items requiring clearance have unwittingly been included, the publisher will be pleased to make amends at the earliest possible opportunity.

To avoid the issue of disclosure of answer-related information to candidates, all copyright acknowledgements are reproduced online in our Copyright Acknowledgements Booklet. This is produced for each series of examinations and is freely available to download at www.cambridgeinternational.org after the live examination series.

Cambridge International Education is the name of our awarding body and a part of Cambridge University Press & Assessment, which is a department of the University of Cambridge.

© Cambridge University Press & Assessment 2026

https://xtremepape.rs/